দ্ব্যর্থবোধকতার অন্তরালে : হোমি.কে.ভাবা এবং ঔপনিবেশিক হৃদয়বিশ্ব

অর্পিতা ব্যানার্জী

প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-সম্পর্কের ভিতর বিধৃত প্রভুত্বাধীন জনসমাজের অনিবার্য ভবিতব্য কি কেবল-ই 'গঠিত' হয়ে চলার? প্রভুত্বকারীর ইচ্ছার অধীনে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হওয়ার পরিণাম-ই কি তবে প্রতিরোধহীন এক সরল সমীকরণের মধ্যে সীমিত? প্রতিরোধ-মাত্রই কি তার সরব এবং দৃষ্ট-শ্রাব্য সীমার ভিতর গন্ডীবদ্ধ? খুব সঙ্গতভাবে এই প্রশ্নগুলিকেই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচিন্তা-র কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসেন হোমি. কে. ভাবা। তাই স্বভাবতই সাইদীয় উত্তর-ঔপনিবেশিক অবস্থান থেকে তাঁকে চিনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও একথাও প্রায় অনস্বীকার্য যে, ভাবা-র উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চার বিবিধ দিকগুলি বিকশিত হয়ে ওঠে সেইসব ধারণা-মৌলগুলিকে ভিত্তি-তে রেখে যেগুলি ধ্রুপদী উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এমতাবস্থায় ভাবা-র আলোচনা আসলে প্রলম্বিত হয় এক অস্পষ্ট, অনির্ধারিত, সদা-দোদুল্যমান ঔপনিবেশিক (তথা নয়া-ঔপনিবেশিক) বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে, যা উপনিবেশে প্রভুত্বকারী ও প্রভুত্বাধীনের জটিল হৃদয়বিশ্বকে কোনো ধ্রুবত্ব-সন্ধানী তত্ত্বের মধ্যে বেঁধে ফেলতে চায় না। ভাবা বুঝতে চেষ্টা করেন সেই ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে, যা প্রাচ্যবাদী অভিসন্ধিকে প্রতিরোধহীন ভাবে সিদ্ধ হতে দেয় না। এক্ষেত্রে প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে প্রাবন্ধিক তুলে ধরবেন ভাবা-র সেই অকুণ্ঠিত প্রয়াস-কে, যা দেখাবার চেষ্টা করে যে, উপনিবেশে প্রভুত্বকারীর ও প্রভুত্বাধীনের কাছে বৈধতা প্রমাণের দায় থেকে যায়। যদিও সেই দায়-কে স্পষ্ট হতে দেয় না প্রভুত্বকারী। নিজেদের উচ্চমন্যতাবোধকে উস্কে দিয়ে সে তৈরি করতে চায় আত্মরতিবাদী ঔপনিবেশিক এক কৃত্রিম সান্দর্ভিক জগত। অথচ 'আস্ফালন-সর্বস্ব' এই রণনীতির গভীর হৃদয়ে বইতে থাকে নিরাপত্তাহীনতার চোরাস্রোত। প্রভুত্বাধীনের বিপরীতে প্রভুর গরিমাময় ভাবমূর্তি ভেঙ্গে পড়ার নিদারুণ ও নাছোড় আশংকা গ্রাস করে প্রভুত্বকারীকে। এমতাবস্থায় 'ঘৃণা-আকাঙ্ক্ষা', 'ভীতি-আকর্ষণ', 'পরাক্রম-নিরাপত্তাহীনতায়' জর্জরিত ঔপনিবেশিক বাস্তবতার মধ্যে উপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত উভয় জনসমাজের বিষয়ীগততাকে সংক্রামিত করে এক গভীর অনিশ্চিত দ্ব্যর্থবোধকতা, যেই দ্ব্যর্থবোধকতা থেকে প্রভুত্বকারী এবং প্রভুত্বাধীন উভয় জনসমাজের-ই কোনও নিস্তার মেলে না।

ভূমিকা

উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে হোমি.কে.ভাবার অবস্থানটি যথেষ্ট সমস্যায়িত কারণ একদিকে সাইদীয় উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার আতস কাঁচ চোখে রেখে যেমন তাকে চেনা যায় না, তেমনই বাকি উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের থেকে তিনি একেবারে দলছুট এমন-ও হয়তো দাবি করা সম্ভব হয় না।

এমনকি ভাবাকে প্রায়ই দেখতে হয় বেশ সাবধানতা অবলম্বন করে, কারণ তাঁর অনেক তাত্ত্বিক অবস্থান-ই চিরাচরিত ছন্দে বাঁধা নয়। ফলত পূর্বানুমান হয়ে ওঠে কঠিন। প্রকৃতপক্ষে ভাবা অনেক ক্ষেত্রেই সচেতনভাবে অস্বচ্ছতাকে বেছে নেন তাঁর তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসাবে, যা সন্দেহাতীত ভাবেই 'ভাবা-পাঠ'-কে জটিলতর করে তোলে। যদিও এই জটিলতার অমোঘ আকর্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই পাঠককে টেনে নিয়ে চলে 'পাঠে'-র গভীর অবচেতনে, যেখানে উত্তর-উপনিবেশবাদী পাঠ/চর্চা ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলির মধ্যে কেবল প্রাচ্যবাদী প্রবণতাগুলিকেই খুঁজে চলে না বরং এমন অনেক স্বচ্ছন্দ তাত্ত্বিক অবস্থানকেও সমস্যায়িত করে চলে যেগুলি ধ্রুপদী উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বে বৈধতা লাভ করেছে। আসলে এভাবেই ধ্রুব ও সমসাত্ত্বিক উপস্থাপনার নিশ্চয়তা-কে বারবার-ই ভাঙেন ভাবা। বিষয়টির একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভবত ১৯৯৪ সালে তাঁর পূর্বে প্রকাশিত 'The Location of Culture'--এর পুনর্মুদ্রণ। যেখানে অসংখ্য সংযোজন, পুনঃনীরিক্ষণ প্রমাণ করে যে, একদিকে তিনি যেমন জনজাতি, নৃকৌলিকতা, অভিবাসন, ইতিহাসচর্চার মত বিষয়গুলি সম্পর্কে সমসাময়িক তত্ত্বচর্চাকে নির্বিবাদে গ্রহণ করেননি, তেমন-ই নিজস্ব অবস্থানগুলিকেও বারংবার প্রশ্ন করেছেন, সংস্কার করেছেন। এমনকি নতুনতর অবস্থানের সাপেক্ষে বোঝাপড়া-ও করে নিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক হিসাবে ভাবা-র অবস্থানটিকে বুঝে নিতে হলে প্রাথমিকভাবে অপরাপর উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকদের সাথে তাঁর অবস্থানটির একটু তুলনা প্রয়োজন। কারণ ভাবা-র কাজগুলির মধ্যে অনেকগুলির-ই অবতারণা এই সব তাত্ত্বিকদের অবস্থানের অনুষঙ্গে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি এই সব তাত্ত্বিক অবস্থানের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে সেগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। আসলে ভাবা-র অধিকাংশ কাজগুলি-ই ভেঙ্গে দিতে চায় মূলস্রোত উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের মধ্যে গজিয়ে ওঠা বৌদ্ধিক বেড়াজালগুলিকে। 'জ্ঞানগত আবদ্ধতা' (cognitive closure) এবং 'একদেশদর্শিতার' বাইরে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতের জটিল বহুমাত্রিকতাকে ধরতে ভাবা অনেকক্ষেত্রেই বেছে নেন এমন এক বিশ্লেষণ-আঙ্গিক যা সচেতনভাবেই 'অস্বচ্ছ' (opaque)। এই বিশেষ আঙ্গিকটি কোনও নির্দিষ্ট অর্থ ইঙ্গিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে না বরং বিচিত্র প্রেক্ষিতে নিজের স্থিতিস্থাপকতার গুণে প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করে রাখা প্রয়োজন এই প্রাক্-কথনে—সেটি হল ভাবা-র চেতনায় উত্তর উপনিবেশবাদী কালপর্ব কোনও 'বিচ্ছিন্ন' নতুন যুগপর্ব হিসাবে প্রতিভাত হয়নি, তিনি বিষয়টিকে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার ধারাবাহিক অগ্রগমনেরই একটি অংশ হিসাবে দেখেন। এভাবেই তিনি উত্তর উপনিবেশবাদী কালপর্বকে চিহ্নিত করেন 'the on-going colonial present' (Bhabha, 2012, p.183) হিসেবে।

উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদ-এর পর্বভিত্তিক স্পষ্ট ছেদের প্রতি আস্থাহীন ভাবা-র ব্যতিক্রমী অবস্থানের সূত্র ধরেই এক্ষেত্রে বুঝে নিতে চেষ্টা করবো তাঁর সাথে পূর্বসূরী উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক বিশেষত এডওয়ার্ড সাইদের অবস্থানের পার্থক্যগুলিকে। যেমন উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিত 'বিষয়ী'-কে সাইদ যেভাবে তাঁর 'Orientalism' (1978)-এ বিভাজিত দুটি মেরু হিসাবে উপস্থাপিত করেন, তাকে সরাসরিভাবেই নাকচ করেন ভাবা। মূলত তাঁর ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'Difference, Discrimination and the Discourse of Colonialism'-এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এর বিপরীতে ভাবা দেখান যে, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে বিশেষত তার বিশিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে 'বিষয়ী' হিসেবে 'উপনিবেশকারী' (colonizer) এবং উপনিবেশিত (colonized) উভয়েই এক ধরনের 'দ্ব্যর্থবোধকতা' (ambivalence) দ্বারা চিহ্নিত, তাই কোনও অসংক্রামিত (uncontaminated) 'বিশুদ্ধ বিষয়ী' (pure subject) অবস্থানকে এক্ষেত্রে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, যেমনটি করতে চেয়েছিলেন এডওয়ার্ড সাইদ। এমনকি প্রস্তাবিত 'প্রকট' (manifest) প্রাচ্যবাদ এবং 'প্রচ্ছন্ন' (latent) প্রাচ্যবাদের বিভাজনকেও ভাবা একটি সীমাবদ্ধ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, 'প্রকট' প্রাচ্যবাদের অঙ্গ 'শিখন' (learning), 'আবিষ্কার' (innovation), 'অনুশীলন' (practice)-এর সাথেই প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যবাদের অঙ্গ, স্বপ্ন (Dream), 'অবয়ব' (image), 'কল্পনা' (imagination), 'অতিকথা' (myth), 'মোহাবেষ্টন' (obsession) প্রভৃতি বিষয়গুলি মিশে থাকে। এভাবেই সাইদ-কৃত সরল বিভাজনকে সমস্যায়িত করে তোলেন ভাবা। দাবি করেন যে, উপরোক্ত প্রবণতাগুলি সবই একটি জটিল অভিন্নতায় সহাবস্থিত থাকে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে। ভাবা যেটি তুলে ধরার চেষ্টা করেন তা হল, ঔপনিবেশিক অভিপ্রায় এবং অনুশীলনকে যেমন উপনিবেশের প্রেক্ষিতে পৃথক করা যায় না, তেমনই আবার 'বিষয়ী' হিসেবে উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিত মানুষের মনস্তত্ত্বকে স্বচ্ছ ও স্থিরভাবে-ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। কারণ এক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী ও প্রভুত্বাধীন উভয় বিষয়ী-ই 'ঘৃণা' ও 'আকাঙ্ক্ষা', 'গ্রহণ' ও 'বর্জন', 'স্বীকৃতি' ও 'অস্বীকৃতি', 'প্রতিস্পর্ধা' ও 'বশংবদতা'-র মতো কিছু আপাত-বিপরীত প্রবণতার মধ্যে দোলাচলগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় তাদের বিষয়ী অবস্থানগুলির মধ্যে যে 'দ্ব্যর্থবোধকতা' তা কোনও বিশুদ্ধ বিষয়ী অবস্থান নির্মিত হতে দেয় না। কার্যত তাই ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে উদ্ভূত এই অভিনব পরিস্থিতি যেমন প্রভুত্বকারীকে নিশ্চিত থাকতে দেয় না তেমনই প্রভুত্বাধীনকেও অবিমিশ্রতভাবে প্রতিস্পর্ধী অথবা বশংবদ করে তোলে না। আসলে ভাবা-র এমন অবস্থান সমস্যায়িত করে তোলে সাইদীয় সেই প্রকল্পকে যা বিশ্বাস করে যে 'প্রকট' ও 'প্রচ্ছন্ন' প্রাচ্যবাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রাচ্যবাদী রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত অভিপ্রায়গুলি প্রায় নিষ্কন্টকভাবে সিদ্ধ হয়। ভাবা বলেন যে, এমন উপস্থাপনা অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট, যা বলতে চায় যে, 'Europe to advance securely and un-metaphorically upon the Orient' (Bhabha, 1983, p-199)। এক্ষেত্রে ভাবা সাইদীয় তাত্ত্বিক অবস্থানটির সীমাবদ্ধতাকে সমালোচনা করে বলেন যে, ঔপনিবেশিক

প্রভুত্ব-স্থাপনের প্রয়াস মোটেও নিষ্কন্টক, একমুখী এবং সর্বগ্রাসী নয়। ভাবা মনে করেন যে, যদি ধরে নেওয়া হয়, ঔপনিবেশিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এবং প্রতিরোধহীন অবস্থায় কেবল উপনিবেশিত মানুষের উপর প্রযুক্ত হয় তবে তা হবে অগভীর ইতিহাস চর্চা। তাই ভাবা বলছেন, 'There is always, in Said, the suggestion that colonial power is possessed entirely by the colonizer which is a-historical and theoretical simplification' (Bhabha,1983, p. 200)।

সাইদের Orientalism (1978)-এর একটি বড় অংশ উপস্থাপনার রাজনীতি এবং প্রাচ্যবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছে, যেখানে সাইদ দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণকে বৈধতা দিতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রভুত্বাধীন 'পূর্ব'-কে 'পশ্চাদ্‌পদ', 'বর্বর', 'অপরিণত' হিসেবে সচেতনভাবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর এই উপস্থাপনা অবশ্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত উপস্থাপনা। প্রাচ্যবাদী জ্ঞানভান্ডারে স্থান পাওয়া এমন উদাহরণগুলি তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে সাইদ উপস্থাপনার রাজনীতিকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এলেন। অথচ ভাবা-র কাছে কিন্তু উপস্থাপনার সাইদীয় রাজনীতি মুল প্রশ্ন নয়। কারণ ভাবা-র মতে এটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন নয় যে, 'প্রকৃত' উপস্থাপনা কতটা 'অবিকৃত' বা 'পক্ষপাতহীন'। বরং তিনি বলতে চান যে, কোনও উপস্থাপনাই 'কালিক' (temporal) বা 'প্রেক্ষিত' (context) নিরপেক্ষ নয়। তাই 'প্রকৃত' (Real) উপস্থাপনা বিষয়টি-ই অলীক। বরং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল 'বক্তা কে?' এবং কেই বা 'উদ্দিষ্ট শ্রোতা'?

দ্ব্যর্থবোধকতার অন্তরালে

বক্তা ও শ্রোতা ভেদে উপস্থাপনার চরিত্র বদলায়। তাই যেই ঔপনিবেশিক উপস্থাপনা ঔপনিবেশিক মেট্রোপলিসে জন্মায় তা উৎসস্থলের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত বদলাবার সাথে সাথে অবিকল একই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। 'বক্তা' ও 'উদ্দিষ্ট শ্রোতা' বিষয়ীর অবস্থানগুলি পৃথক হওয়ায় যেমন, তেমন-ই 'স্থানিক' বা 'কালিক' প্রেক্ষিত পৃথক হওয়ায় তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থানুষঙ্গ। তাই 'বক্তব্য' (message)-এর প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতাও পৃথক হয়ে যায়। 'বক্তব্য'-এর 'আদি অর্থ' ও তার 'পুনর্বিবৃত অর্থের' মধ্যে ঘটে চলে এক 'চ্যুতি' (slippage)। ফলত তৈরি হয় অভিনব দ্ব্যর্থবোধকতা। আর সেই 'চ্যুতি' বা পিছলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলি-ই উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিত 'বিষয়ী' অবস্থানগুলিকে দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্ট হতে দেয় না। ফলত এই বিষয়ী অবস্থানগুলি নিজেদের বায়ুনিরুদ্ধ (insulated) প্রকোষ্ঠে আটকে ফেলতে পারে না 'উপনিবেশকারী' এবং 'উপনিবেশিত' জনজাতি হিসেবে। আর ঔপনিবেশিক অভিপ্রায়ের নিরিখে অনভিপ্রেত অথচ অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটে চলা এই চ্যুতিরেখাগুলি-ই, প্রভুত্বকারীকে নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। জয় করেও প্রভুকে নিরন্তর পীড়ন করে চলে ক্ষমতা হারাবার ভয়। উপনিবেশিত নেটিভের বশংবদতাও তাকে সন্দিগ্ধ করে রাখে। আর তাই সে তৈরি করে আত্মরতিমূলক ঔপনিবেশিক সন্দর্ভ (Narcissistic colonial discourse)। যে সন্দর্ভের পক্ষপাতী প্রবণতাকেই সাইদ উন্মোচন করেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় প্রভুর মনস্তত্ত্বের মধ্যে চলতে থাকা জটিল অনিশ্চয়তা-জাত অতিসচেতনতা। যা থেকে মুক্তি পেতেই

সে প্রাণপণে তৈরি করে চলে জনজাতিগত পক্ষপাতের সনদ, ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলি। কীভাবে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলির 'আদি' অভিপ্রায় ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে এবং উপনিবেশের বিশিষ্ট 'স্থানিক' ও 'কালিক' আবহে পরিবর্তিত হয় সেটি আরেকটু বিশদে আলোচনা প্রয়োজন।

ভাবা এক্ষেত্রে মিশেল ফুকো-র 'Repeatable materiality'-র ধারণাটিকে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে অভিযোজিত করে দেখান যে, বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই ঔপনিবেশিক সন্দর্ভ চর্চাগুলির প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। ফুকো পূর্বোক্ত ধারণাতে যা বিবৃত করেন তা হল, কোনও একটি সন্দর্ভের দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ আসলে সাপেক্ষ অর্থ। উদ্দিষ্টকরণের বিশেষ প্রেক্ষিতের পরিবর্তনে যে উদ্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তন ঘটে তার ফলে আদতে তৈরি হয় এক নতুন 'বচন' যা আদি 'বচনের'-ই নতুন রূপ। ভাবা যাকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন এইভাবে, 'Paradoxically however, such an image can neither be "original"—by virtue of the act of repetition that constructs it—nor "identical"—by virtue of difference that defines it.' (Bhabha 2012, p. 153)।

ভাবা ফুকোর উদ্ধৃত এই 'Repeatable materiality'-র ধারণাকেই কাজে লাগালেন ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলির আপাত পরাক্রমের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভাঙনরেখাগুলিকে চিহ্নিত করতে। তিনি দেখালেন যে, ঔপনিবেশিক প্রাধান্য-স্থাপন ও বৈধতা-বিধানের যে প্রাথমিক অভিপ্রায় নিয়ে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলি লিখিত হয়েছিল তা যখন উপনিবেশের নতুন প্রেক্ষিতে পঠিত ও পুনর্ব্যাখ্যাত হল তখন তা অবিকল আদির অনুকরণে হল না বরং হল একটি 'আদি-সদৃশ' নকল। ফলত আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটল এবার। কারণ 'আদি' (original)-র জন্ম হয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির নিরাপদ গর্ভে, অথচ উপনিবেশে এসে যখন তা নতুনভাবে পুনরাবৃত্ত হল তখন সেই প্রেক্ষিতগত নিরাপত্তা বলয়টি অপসৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'প্রাথমিক' বা 'আদি' এবং 'পুনরাবৃত্ত' সন্দর্ভ দুটি তাদের অবিকল কলেবর বজায় রাখতে চাইলেও প্রেক্ষিতের স্থানিক ও কালিক ব্যবধান তাদের মধ্যে ঘটিয়ে দেয় এমন এক চ্যুতি যা তাকে অবিকল থাকতে দেয় না। আদি থেকে রূপান্তরিত-র এই ব্যবধান সবসময়-ই পুনরাবৃত্তের মধ্যে চ্যুতির ফলে সৃষ্ট 'খামতি' (lack)-কে বজায় রাখে। ফলত ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে রচিত ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলি হয়ে ওঠে 'Less than one and double'। ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত (পরে ১৯৯৪ সালে 'Location of Culture'-এ প্রথম সংকলিত) ভাবা-র গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'Sly Civility'-তে তিনি দেখাচ্ছেন যে, ঔপনিবেশিক সন্দর্ভের মধ্যে যে চ্যুতি বা 'slippage' তা আসলে উপনিবেশকারী রাষ্ট্রগুলিতে তৈরি হওয়া 'ধারণা', 'বর্ণনা' ও তত্ত্বগুলির মধ্যে এক ধরনের সংকরত্বের জন্ম দেয়। যার সূত্রপাত ঘটে যখন বিষয়গুলি উপনিবেশের নতুন প্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হয় মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে। কীভাবে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভ (এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতা) বিবিধ পুনরাবৃত্তির (repetition) মধ্যে দিয়ে অসংখ্য চ্যুতির সম্মুখীন হয় সে বিষয়েও ১৯৮৪ সালে তাঁর লেখা 'Of Mimicry and Man'-এ ভাবা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত প্রবন্ধে ভাবা দেখান যে, উপনিবেশকারী প্রভুর প্রয়োজন বশংবদ নেটিভকে, যে প্রভুর আধিপত্যকে মেনে নিয়ে একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে স্বীকৃতি দেবে, তেমনই আবার প্রভুর মূল্যবোধ, ভাষা, আচার, আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে গ্রহণ করে প্রভুর এক বশংবদ অনুকরণ হয়ে উঠবে—যা প্রভুত্বকে করবে দীর্ঘস্থায়ী ও নিশ্চিত। ভাবা-র এ জাতীয় ভাবনাচিন্তার সাথে নিঃসন্দেহে ফুকোর ক্ষমতার ধারণাটির একটি সাদৃশ্য রয়েছে। ফুকোও দেখিয়েছিলেন যে, ক্ষমতা মানেই পেশীশক্তি নয় বরং তার আধিপত্য কায়েম করার কৌশল যা মনস্তাত্ত্বিক বা ভাবাদর্শগত স্তরেও অনায়াসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যার ফলে তৈরি হয় নিয়মনিষ্ঠ বশংবদ এক 'pastoral regime'। ভাবাও প্রায় একইভাবে দেখান যে, উপনিবেশবাদ সবসময় পেশীশক্তি ভিত্তিক নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই এর মূল লক্ষ্য মনন স্তরে প্রভাব বিস্তার করা। আর এই উদ্যোগের অন্যতম অঙ্গ হল উপনিবেশকারীর ভাবাদর্শ এবং মুল্যবোধগুলিকে অনুকরণ করাতে উপনিবেশিত মানুষকে নিরন্তরভাবে প্রণোদিত করে চলা। কিন্তু প্রভুর মনে প্রভুত্বাধীনের বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আশঙ্কা ও উদ্বেগ অনুকরণ প্রক্রিয়াটিকে সরল থাকতে দেয় না। কারণ পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, যেকোনও অনুকরণ বা পুনরুৎপাদন ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে 'lack' বা 'খামতি'-র ভবিতব্যকে এড়াতে পারে না। তাই ইংরেজের নেটিভ অনুকরণ ইংরেজ হয় না, হয় 'অ্যাংলো'—যা সর্বদাই ইংরেজদের 'খামতি' বা 'lack'। কীভাবে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে এই নিরন্তর 'চ্যুতি', 'খামতি', 'আশঙ্কা' এবং 'আকাঙ্ক্ষা' তৈরি করে দ্ব্যর্থবোধক এক অস্বচ্ছতাকে তা একটু বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রাখে। যদিও পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপাতত এটুকু দাবি করাই যেতে পারে যে, সাইদের দ্বারা উপস্থাপিত উপনিবেশকারীর নিঃসন্দিগ্ধ, আত্মতুষ্ট ও নিশ্চিত প্রভুত্বের ছবিটিকে ভাবা বেশ পারদর্শিতার সাথেই সমস্যায়িত করে তোলেন এবং দেখান যে, আসলে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের যে আস্ফালক প্রয়াস, তার গভীরে রয়েছে প্রভুর আত্মসংকটের বোধ এবং প্রতিস্থাপনের নিরন্তর ভীতি।

দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি, দুটি ভিন্ন প্রেক্ষিতের ভিতর থেকে জাত বিষয়ী কীভাবে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে সম্পর্কিত হয়? কীভাবেই বা তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক 'বিষয়ীতা'-র জন্ম হয়? সে বিষয়ে ভাবা বিংশ শতাব্দীর আশি এবং নব্বই এর দশকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রেও ভাবার সাথে সাইদের লক্ষণীয় পার্থক্য স্পষ্ট হতে থাকে। যদিও এই দুই তাত্ত্বিক-ই ঔপনিবেশিক 'স্টিরিওটাইপ' নির্মাণকে তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন, কিন্তু 'স্টিরিওটাইপ' নির্মাণের ঔপনিবেশিক প্রকরণগুলি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। যেমন সাইদ মনে করেন যে, প্রাচ্যবাদে যেভাবে নেটিভ-কে নির্মাণ করা হয় তা ঔপনিবেশিক ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে সরাসরিভাবে প্রাতিযঙ্গিক (correspondent), অর্থাৎ সাইদ দাবি করেন যে, প্রভুত্বকারী শক্তি এক্ষেত্রে নিজেদের প্রভুত্বকে নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নাতীতভাবে বৈধ করতে প্রভুত্বাধীনের এক খর্বাকৃত (এবং 'বিকৃত') 'স্টিরিওটাইপ' নির্মাণ করে, যার বিপরীতে 'প্রভুত্বকারী' নিজেকে 'সুমহান' হিসেবে প্রতিপন্ন করতে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে। ফলত সাইদীয় স্টিরিওটাইপগুলি এক ধরনের সরল 'দ্ব্যণুক' বিভাজনে বিভাজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এমন সরল বিভাজনকে মেনে নেননি ভাবা। ভাবা

বলেন যে, উপনিবেশের প্রেক্ষিতে উপনিবেশকারী-ই একতরফাভাবে উপনিবেশিত মানুষ বা তার বিষয়ী অবস্থানকে প্রভাবিত করে এমন নয়, আসলে এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি উভয়জ (mutual)। উপনিবেশকারী প্রভু এবং উপনিবেশিত প্রভু এবং উপনিবেশিত প্রভুত্বাধীনের মধ্যে সদা সর্বদাই চলতে থাকে 'ঘৃণা' ও 'আকাঙ্ক্ষার' টানাপোড়েন, 'স্বীকৃতি' এবং 'অস্বীকৃতি'-র দোলাচলগ্রস্ততা। ভাবা-র ভাষায়, 'The Colonial Stereotype is a complex ambivalent, contradictory mode of representation as anxious as it is assertive.' (Bhaba, 2012, p. 107)।

ভাবা আসলে যা দেখাতে চেষ্টা করেন তা হল ঔপনিবেশিক সন্দর্ভের গভীর হৃদয়ে থাকা দ্ব্যর্থবোধকতা তার দ্বারা নির্মিত 'স্টিরিওটাইপ'গুলিকেও সংক্রামিত করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপনিবেশবাদ তার সাধারণ যুক্তির মধ্যেই দেখাতে চেষ্টা করে যে প্রভু-শক্তির থেকে 'নেটিভ' সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ এই সম্পূর্ণ ভিন্ন 'নেটিভ'-কে পূর্ণভাবে জানা সম্ভব বলেও দাবি করে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভ। উপনিবেশবাদী যুক্তির এই দ্ব্যর্থবোধকতাই আচ্ছন্ন করে প্রভু নির্মিত স্টিরিওটাইপগুলিকে। আসলে এভাবে নেটিভকে চিহ্নিত করার মধ্যে যে দ্বিধাগ্রস্ততা তাতে ভাবা 'সেক্সুয়াল ফেটিশিজম্' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। ফ্রয়েড দেখান 'ফেটিশ' বা 'আকাঙ্ক্ষা' উদ্রেককারী কোনও বস্তু বা প্রতীক উপাসক বা ভক্তের কাছে একই সাথে পরম প্রার্থিত, আবার ভয় উদ্রেককারীও বটে। ঠিক তেমনই ঔপনিবেশিক প্রভুর কাছে উপনিবেশিত বিষয়ী 'জ্ঞেয়' হলেও গভীরতর স্তরে রহস্যময়। 'ফেটিশিজম্' যেমন অমীমাংসিত এক রহস্যময়তায় ভক্তকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে তেমনই উপনিবেশিতের রহস্যময়তাও প্রভু-শক্তিকে নিশ্চিত থাকতে দেয় না। আর এই দ্বিধান্বিত অবস্থার সাক্ষী হল ঔপনিবেশিক সন্দর্ভ। যে সন্দর্ভের দ্বারা বারংবার উপনিবেশকারী তার উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করতে চায়। ভাবা-র ভাষায়, 'The construction of colonial discourse is .... A complex articulation of the trope of fetishism – metaphor and metonymy – and the forms of narcissistic and aggressive identification available to the imaginary.' (Bhaba,1983. pp. 199-200)।

ভাবা দেখান যে, রহস্যময়তার মোড়কে ঢাকা উপনিবেশিত 'বিষয়ী'-কে এক আত্মরতিমূলক ও আগ্রাসী ঔপনিবেশিক প্রকল্পের মধ্যে গড়েপিটে নেওয়ার কাজটি কিন্তু মোটেও সহজসাধ্য ছিল না প্রভুত্বকারী শক্তির কাছে। কারণ প্রভুত্বাধীনের সাথে তাঁর 'অপরিচিতি' ও 'রহস্যময়তা'-র এক অনতিক্রম্য দুর্জয় দূরত্ব সব সময়ই কম বেশি বজায় থাকে। আসলে 'বিষয়ী' হিসেবে প্রভুত্বাধীন 'নেটিভ' উপনিবেশিত প্রভুর কাছে চিরকালই অত্যন্ত 'পিচ্ছিল'—যে কখনও 'বশংবদ' আবার কখনও সুতীব্র এক 'বিদ্রুপের' মূর্ত রূপ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ভাবা ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে প্রভুত্ব-প্রকরণের মধ্যে থাকা ক্রমোচ্চ কাঠামোকে নস্যাৎ করে দেন বা সেটি সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। বরং তিনি এই বিষয়টিকে পদে পদেই স্বীকার করে নেন যে, উপনিবেশিত বিষয়ী অবস্থানের এই বিশিষ্ট বিচ্যুতিগুলি ঔপনিবেশিক ক্ষমতা সম্পর্ককে সেভাবে প্রভাবিত করে না। ভাবা বলছেন, 'These shifting positionalities will never seriously threaten the dominant power relations,

for they exist to exercise them pleasurably and productively.'(Bhaba, 1983, p. 205)। এক্ষেত্রে পাঠকের মনে রাখতে হবে যে, 'প্রভুত্ব' এবং 'প্রতিরোধের' চিরন্তন সংজ্ঞাগুলি থেকে ভাবা এক ধরনের সবিচারলব্ধ দূরত্ব বজায় রাখেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে উপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত উভয় বিষয়ী সত্তার উপরই দ্ব্যর্থবোধকতার একটি গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাই বিশুদ্ধ 'বিষয়ী'-র ধারণা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অথচ উপনিবেশবাদ-বিরোধী সন্দর্ভগুলিতে এ জাতীয় একটি অসংক্রামিত 'নেটিভ' বিষয়ীতা-কে প্রায়শই মহিমান্বিত করা হয়ে থাকে। ভাবা প্রসঙ্গত বলেন যে, উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় যদি না আমরা একথা স্বীকার করি যে, ঔপনিবেশিক প্রভুও যেমন, তেমনই উপনিবেশিত প্রভুত্বাধীনও গ্রহণ/বর্জন, আনুগত্য/বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হতে থাকে নিরন্তর। একারণেই চিরাচরিত নেটিভ প্রতিরোধের মধ্যে গুরুত্ব পাওয়া প্রশ্নগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে তার জায়গায় কিছু বিকল্প প্রশ্নের অবতারণা করতে চান ভাবা। ভাবা-র ভাষায়, 'Anti-colonial discourse requires an alternative set of questions techniques and strategies in order to construct it.' (Bhabha, 1983, p. 198)।

প্রকৃতপক্ষে ভাবা যতখানি না প্রভুত্বাধীনের প্রতিরোধ নিয়ে মাথা ঘামান, তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা করেন তাদের মধ্যে প্রতিরোধ প্রসঙ্গে চলতে থাকা দ্বিধাগ্রস্ততা বা সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়ে। আর এখানেই সম্ভবত তিনি স্বতন্ত্র হয়ে যান সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীদের থেকে যারা ঔপনিবেশিক স্টিরিওটাইপগুলিকে প্রতিস্থাপিত করতে চান জাতীয়তাবাদী 'Reverse stereotype' গুলি দ্বারা।

ভাবা মনে করেন যে, প্রভুশক্তি নির্মিত নেটিভ স্টিরিওটাইপগুলি মোটেও কোনো বশংবদ ঔপনিবেশিক রেজিমের একক প্রাধান্যশীলতাকে প্রমাণ করে না, বরং এগুলি প্রভুশক্তি ব্যবহার করতে চায় তার আত্মরক্ষামূলক রণনীতির অংশ হিসেবে। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে আপাতভাবে প্রভুশক্তির রক্তচক্ষু সদাসর্বদা জাগরুক থাকলেও এর গভীরে বইতে থাকে এক অনিবার্য নিরাপত্তাহীনতার চোরাস্রোত। প্রভুত্বাধীন নেটিভের বিপরীতে উপনিবেশকারী প্রভুশক্তি নিজের গরিমাময় ভাবমূর্তি প্রতি মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি চেয়ে, মরিয়া হয়ে ঔপনিবেশিক স্টিরিওটাইপগুলিকে জড়িয়ে থাকতে চায়। তাই উপনিবেশকারী প্রভু যখন 'ভোগী তুর্কী' (Lustful Turk) বা 'জ্ঞানী বর্বর' (Noble Savage)-এর মতো নেটিভ স্টিরিওটাইপের কথা বলে তখন সে এই নির্মাণের পেছনে তার চরম অনিশ্চয়তাকে প্রাণপণ ঢাকতে চায়। আর এই স্টিরিওটাইপগুলি কৃত্রিম নির্মিত বলেই তাকে সুনিশ্চিত করতে প্রভু শক্তিকে বারংবার প্রমাণ দাখিল করতে হয়। এখানেই ফ্রয়েডীয় Fetishism-এর (রতিবাদ) ধারণাকে পুনঃপ্রসঙ্গায়িত করেন ভাবা। তাঁর ভাষায়, 'Fetishism is always a "play" on vacillation between the archaic affirmation of wholeness/ similarity ...... and the anxiety, associated with the lack and difference' (Bhabha, 2012, p.106)। 'সাদৃশ্য', 'পুর্ণতা' আর 'বৈসাদৃশ্য', 'আশঙ্কার' মাঝখানে একটি অমীমাংসিত প্রেক্ষিতে তাই তৈরি হয় নেটিভ স্টিরিওটাইপগুলি।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঔপনিবেশিক 'বিষয়ী' অবস্থানগুলি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বরাবর-ই ভাবা বেছে নিয়েছেন মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিকে। মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশক প্রেক্ষিতে উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিত মানুষের উপর তাঁর প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাবা-র পূর্বসূরী ফ্রানজ ফাঁনো-র অবদানকে এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহেই আমাদের স্বীকার করতে হবে।

এমনকি ভাবাও এক্ষেত্রে ফাঁনোর অবদানকে বিশেষভাবে স্বীকার করে নেন। (এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'Remembering Fanon') মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ফাঁনোও দেখিয়েছিলেন যে, আলজিরিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মনোবিকৃতির পিছনে বহুলাংশে দায়ী বর্ণবাদী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। কীভাবে বর্ণবাদ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে নেতিবাচকভাবে আত্মসচেতন করে তোলে, কীভাবেই বা তাকে হীনমন্যতায় জর্জরিত করে এবং ঠেলে দেয় এক আত্মবিচ্ছিন্নতাবোধে সে বিষয়ে ফাঁনো তাঁর 'Black skin White masks'-এ গভীরভাবে আলোচনা করেন। ফাঁনো দেখান যে, উপনিবেশে উপনিবেশকারী প্রভু এবং উপনিবেশিত নেটিভের মধ্যে কেবল ঘৃণা বা প্রতিরোধের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আসলে উভয় বিষয়ীর মধ্যেকার যে অস্বীকৃতি ও ঘৃণা তারই অন্তরালে লুকিয়ে থাকে বিপরীতের প্রতি এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। 'ঘৃণা' এবং 'আকাঙ্ক্ষার' পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলেই তৈরি হয় এক জটিল দ্ব্যর্থবোধক মনোজগত। ফাঁনোর মতোই এরকম একটি অনুষঙ্গের মধ্যে ভাবাও ঔপনিবেশিক বিষয়ীকে দেখেন। যেখানে দ্ব্যর্থবোধকতা প্রভু ও প্রভুত্বাধীন উভয়কেই সংক্রামিত করে। তবে ফাঁনো যেখানে মূলত উপনিবেশিত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন সেখানে ভাবা তার আলোচনাকে বিস্তৃত করেন ঔপনিবেশিক প্রভুর মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে এবং নেটিভ প্রতিরোধগুলির চরিত্রকে বর্ণনা করতেও। বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনার পূর্বাভাস প্রবন্ধটির প্রথমেই দিয়েছি, মূলত 'slippage', 'repeatable materiality'-র সূত্র ধরে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলির মধ্যে থাকা অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মাত্রাগুলিকে তুলে ধরার সময়। এক্ষেত্রে ভাবা দেখালেন যে, ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলির পরাক্রমের অন্তরালে থাকা অনিশ্চয়তার ফলে যে চ্যুতিরেখাগুলি তৈরি হয় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নয়। এ বিষয়ে ১৯৮৪ সালে তাঁর 'Of Mimicry and Man'-এ ভাবা দেখান যে, ঔপনিবেশিক সন্দর্ভের মধ্যে প্রভুশক্তির যে আস্ফালন তা স্পষ্টতই আত্মরতিমূলক এবং অতিসচেতনতা প্রসূত, যেখানে তার প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন নেটিভকে। যে নেটিভ তাকে স্বীকৃতি দেবে প্রভু হিসেবে। শুধু তাই নয় উন্নততর, শ্রেয়তর হিসেবে প্রতি মুহূর্তে তার প্রতি নতজানু হয়ে থাকবে। নেটিভ নকল করবে প্রভুকে, অঙ্গীকৃত করবে তার মূল্যবোধগুলিকে। কিন্তু পুনরাবৃত্তির চিরন্তন নিয়মেই এই 'অনুকরণ' বা 'মিমিক্রি' অবিকল প্রভুর মতো একটি-ও নেটিভকে তৈরি করে না। ফলত অনুকরণের ফলে যে নেটিভের জন্ম হয় সে হয়তো ইংরেজ সদৃশ, কিন্তু 'ইংরেজ' নয়, 'অ্যাংলো'। শুধু পুনরাবৃত্তির ভবিতব্য-ই অবিকল পুনরুৎপাদন করতে দেয় না তাই নয়, ঔপনিবেশিক যুক্তির মধ্যে থাকা, অনিবার্য স্ববিরোধও এর জন্য দায়ী। প্রশ্ন হল কী সেই স্ববিরোধ? স্ব-বিরোধটি হল এই যে, একদিকে ঔপনিবেশিক প্রভু নেটিভকে সম্পূর্ণ 'সংস্কারযোগ্য' বিষয়ী হিসাবে দেখে। যে বিষয়ী ধীরে ধীরে উপনিবেশকারীর আদপ-কায়দা,

মূল্যবোধ, সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে তার মতো হয়ে উঠতে পারে। আবার অন্যদিকে এই ঔপনিবেশিক প্রভু-ই নেটিভ-কে তার থেকে সত্তাতাত্ত্বিকভাবে (ontologically) 'পৃথক' ও 'বিপরীত' বিষয়ী হিসাবে চিহ্নিত করে। ফলত 'অনুকরণ' বা 'মিমিক্রি'-র মাধ্যমে নেটিভের প্রভু হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। বরং যেটি সম্ভব হয় তা হল প্রভুর তুলনায় খর্বাকৃত 'প্রভুর মতো' হয়ে ওঠা। ভাবা তাই 'মিমিক্রি'-র হৃদয়ে খুঁজে পান এক আশ্চর্য স্ববিরোধী আপোস। ভাবা-র কাছে মিমিক্রির এমত ফলাফল উপনিবেশকারীর-ই বিকৃত এক প্রতিবিম্ব যা উপনিবেশকারীর কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কারণ 'আত্ম'(self)-কে প্রতিষ্ঠিত করতে আত্মসদৃশ 'অপর'-কে নির্মাণ করার এই ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক প্রভুর মনে এক নাছোড় সন্দেহবাতিকগ্রস্ততার জন্ম দেয়। যা নিয়ে ভাবা তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'Sly Civility'-তে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি দেখান যে, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে একটি সন্দেহ ও ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি হয়। যেখানে সন্দেহ-দীর্ণ ঔপনিবেশিক প্রভু, প্রভুত্বাধীন নেটিভকে দেখলেই ভাবে যে, আসলে নেটিভটি বশংবদতার মুখোশধারী এক ধূর্ত 'বিষয়ী'। তবে বিষয়টির যে একেবারেই কোনও ভিত্তি নেই তা নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই নেটিভের ঘৃণা মুখোশের আড়ালেই লুকোনো থাকে, যার বাস্তব রূপটি হয়তো ঔপনিবেশিক প্রভুর কল্পনার থেকেও ভয়ংকর।

একদা যে উপনিবেশিত মানুষকে উপনিবেশকারী তার নিজের মতন করে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিল তা এখন কেবলই উপনিবেশকারীর 'আংশিক' এবং 'বিকৃত' প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রভুর ভাবমূর্তি-র স্থানচ্যুতিরও সম্ভাবনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ উপনিবেশকারীর 'নকল' বা 'অনুকৃতি' (imitation) উল্টিয়ে দিতে চায় উপনিবেশকারীর আত্মতুষ্ট পরিচয়কে, মূলত প্রভুকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে। এর ফলে যদিও উপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত বিষয়ীর মধ্যে প্রাধান্যকারী ক্ষমতা সম্পর্ক অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় না কিন্তু সেগুলি নিরন্তরভাবে ভারসাম্যহীন হতে থাকে। ভাবা দেখান যে, এভাবেই বশংবদ করতে চাওয়া বিষয়ী প্রভুর দিকে ফিরিয়ে দিতে চান এমন এক চাউনি যা প্রভুকে নিজ অস্মিতার সারসত্তা (Essence of identity) বিষয়ে আত্ম-বিজ্ঞাপিত ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে।

ভাবা-র ভাষায়, '(It is) a process by which the look of surveillance returns as the displacing gaze of the disciplined, where the observer becomes the observed and the partial representation rearticulates the whole notion of identity and alienates it from essence.'(Bhabha, 1983, p.129)।

রবার্ট ইয়ং-এর মতে 'মিমিক্রি' বিষয়ে ভাবা-র এমত বর্ণনা 'এজেন্সী' বা 'বিষয়ীতা'-র মতো কোনও স্থির বা নির্দিষ্ট অবস্থানকে চিহ্নিত হতে দেয় না বরং এক্ষেত্রে বিষয়ীতা এক অবিশ্রাম স্থানান্তরণের মধ্যে সদাসর্বদা গতিশীল থাকে। অথচ বিষয়টি ঔপনিবেশিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মূল অভিপ্রায়ের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ ঔপনিবেশিক প্রভু উপনিবেশিত 'বিষয়ী'-কে কিছু স্থির স্টিরিওটাইপের দ্বারা চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। অথচ এই উপনিবেশকারী নিজের অজান্তেই এক গভীর দ্ব্যর্থবোধক পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এর

ফলে একদিকে যেমন উপনিবেশকারীর হাত থেকে নিয়ন্ত্রণের আগল কিছুটা পিছলে যায় তেমন-ই অনুকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সামিল উপনিবেশিত বিষয়ী নিজের অজান্তেই প্রাধান্যশীল ক্ষমতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ক্ষতিকর 'এজেন্ট'-এ পর্যবসিত হয়।

প্রসঙ্গত, রবার্ট ইয়ং দেখান যে, ভাবা-র কাছে মুখ্য নয় অবিমিশ্র প্রতিরোধের একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরা বরং তাঁর কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল উপনিবেশিত মানুষের মধ্যেকার দোলাচল ও দ্বিধা যা প্রভুত্বাধীনকে পুরোপুরি প্রতিস্পর্ধী বা বশংবদ কোনওটাই করে তুললো না। আসলে ভাবা বৈপ্লবিক প্রতিরোধের সান্দর্ভিক ইতিহাসকে ঔপনিবেশিক সন্দর্ভের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হিসেবেই দেখেন, যা ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতের অভিনব অথচ অনিবার্য ফলশ্রুতি। ভাবা-র ভাষায়, "I do not consider the practice and discourses of revolutionary struggle as the under/ other side of "Colonial discourse" ... They may be historically co-present with it and intervene in it, but can never be read-off merely on the basis of their opposition.' (Bhabha, 1983, p.198)।

প্রতিরোধের অন্যতর ভাষা?

প্রশ্ন হল তবে কি একেবারেই প্রতিরোধহীন একটি সমস্যায়িত পরিসর হিসেবে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতটিকে চিহ্নিত করেই নিশ্চিত থাকলেন ভাবা? হয়তো এতখানি সরলীকৃত অবস্থানে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না সচেতন পাঠকমহলের কাছে। প্রসঙ্গত তাই বলা প্রয়োজন যে, কীভাবে প্রতিরোধের একটি বিকল্প চিত্রকে ভাবা উপস্থাপিত করলেন তাঁর সংকরত্ব বা 'hybridity'-র ধারণার মধ্যে দিয়ে তা ভাবার 'Signs Taken for Wonders'-কে কিছুটা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে হয়তো বোঝা সম্ভব হবে। উক্ত রচনাটিতে ভাবা দেখালেন যে, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে ক্ষমতার 'নির্দেশ' উদ্ভাবক ক্ষেত্রটি থেকে উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপর (অর্থাৎ মেট্রোপলিস থেকে উপনিবেশ) যখন নিক্ষিপ্ত হয় তখন তা মধ্যমায়িত (mediated) হয়ে যায় স্থান, কাল, সংস্কৃতি এবং অনুশীলনগত ঐতিহ্য দ্বারা। এর ফলে 'আদি' নিজেকে উপনিবেশগুলিতে পুনর্বার প্রকাশ করে ঠিকই কিন্তু সেটি করে ভিন্নভাবে। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপনার এই বিশেষ মাত্রাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাবা বলেন যে, এ সময় তথাকথিতভাবে 'অস্বীকৃত' (denied) ও 'প্রান্তিক' (marginalized) জ্ঞান-ব্যবস্থাগুলি নিষিক্ত করে 'আদি'-কে। ফলে তৈরি হয় সংকরত্ব বা 'hybridity'। এই বিশেষ প্রবণতাটিই অতি সূক্ষ্মভাবে ক্রমশই প্রাধান্যশীল সান্দর্ভিক আবহটিকে সমস্যায়িত করে তোলে, তাতে নিরন্তরভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং ক্রমশই প্রাধান্যশীল সন্দর্ভটিকে উল্টে দেওয়ার একটি প্রবণতা বিষয়টির মধ্যে টের পাওয়া যায়। ভাবা-র ভাষায়, 'If the effect of Colonial power is seen to be the production of hybridization…(it) enables a forms of subversion… That turns the discursive conditions of dominance into the ground of intervention.'(Bhabha, 2012, p.160)। ভাবা বলেন যে, ঔপনিবেশিক উপস্থাপনার মধ্যে থাকা এই বিশেষ প্রবণতাটি কেবল ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বকেই বিচলিত করে না, অনেকক্ষেত্রে তা নেটিভ প্রতিরোধগুলিকেও সক্ষমায়িত করে তোলে।

আসলে 'Signs Taken for Wonder'-এ ভাবা-র আলোচনার নয়া ধারাটি বেশ অভিনবত্ব দাবি করে। কারণ এর আগে তাঁরই রচনা 'Difference, Discrimination and the Discourse of Colonialism'-এ ঔপনিবেশিক সন্দর্ভ, বৈপ্লবিক প্রতিরোধ এবং তৎসংক্রান্ত অনুশীলনগুলিকে বেশ সতর্কতার সাথে পৃথক রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু hybridity-র ধারণা সে সময় উপস্থাপিত mimicry-র তুলনায় অনেক সবল ও স্পষ্ট প্রতিরোধের ইঙ্গিত বহন করে আনলো। কারণ যদিও মিমিক্রি-ও এক ধরনের প্রতিস্পর্ধা তবু তাকে অনুভব করতে হয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, তার ঔদ্ধত্যকে খুঁজতে হয় লেখনীর হৃদয় খুঁড়ে। কিন্তু যখন প্রভুর ভাষায়-ই সংকরত্বের প্রকাশ লক্ষণীয় হয়ে উঠলো তখন বোঝা গেল যে ফাঁটল ধরেছে খোদ প্রভুত্বের মসনদে। ভাবা-র ভাষায়, 'Hybridity is the revaluation of the assumption of colonial identity through the repetition of discriminatory identity effects. It displays the necessary deformation and displacement of all sites of discrimination and domination. It unsettles the mimetic or narcissistic demands of colonial power but re-implicates its identification in strategies of subversion that turn the gaze of the discriminated back upon the eye of power.' (Bhabha, 2012, p.159-160)।

এই বিস্তারিত আলোচনার শেষে একটু ফিরে দেখতে চাইবো তাত্ত্বিক হিসেবে ভাবা-র বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিশেষত মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিটিকে। কারণ ভাবা-র কাজে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে উপনিবেশরেখার দুধারে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হয়ে উঠে এসেছে মনোবিশ্লেষণ বা 'psychoanalysis'। কিন্তু কীভাবে তিনি তার নিজস্ব বক্তব্যকে তুলে ধরতে মনোবিদ্যার পদ্ধতিকে প্রয়োগ করলেন সেটি অবশ্য যথেষ্ট বিতর্কিত। আগেই আলোচনা করেছি যে, উত্তর-আধুনিকতাবাদকে ভাবা যখন তাঁর তত্ত্বে ব্যবহার করলেন তখন তিনি বারবারই ধারণাটির জনজাতিগত সাপেক্ষতা-জনিত সীমাবদ্ধতাগুলিকে মাথায় রেখেছেন এবং সে কারণেই উত্তর-আধুনিকতাবাদকেও তিনি পুনর্নির্মিত করতে চেয়েছেন, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কিন্তু তাত্ত্বিক ও সমালোচক মাত্রই বেশ আশ্চর্য হন যখন এই ভাবাই মনোবিশ্লষণ পদ্ধতির মধ্যে থাকা অনেক 'ধারণা' 'অনুমিতি' ইত্যাদিকে প্রায় সংশয়হীন ভাবেই গ্রহণ করেন। রবার্ট ইয়ং এর মতে, ভাবা সাইকোঅ্যানালিসিসের বহু সর্বাতিশয়ী পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণাকে ব্যবহার করেছেন যেগুলি উপনিবেশবাদের মতে সাংস্কৃতিক, কালিক ও জনজাতিগতভাবে সাপেক্ষ বিষয়কে ব্যাখ্যা করবার জন্য যথেষ্ট কিনা সে বিষয়টি-ই প্রশ্নসাপেক্ষ। বিষয়টি ভাবা-র ক্ষেত্রে আরও বেশি করে চোখে পড়ে কারণ ফাঁনো থেকে ফুকো অথবা দেরিদা, এমন অনেক তাত্ত্বিকদের-ই কাজকে ভাবা ব্যবহার করেছেন কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আলোচনায় এসব তাত্ত্বিকদের অবস্থানের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত আলোচনাগুলিও চোখে পড়েছে মনোযোগী পাঠক মাত্রের-ই। এগুলির সাথে প্রতিতুলনায় পশ্চিমী সাইকোঅ্যানালিসিসের বিবিধ উপপাদ্য ও ধারণাগুলিকে প্রায় নির্বিচারেই গ্রহণ করেছেন ভাবা। এ বিষয়ে ভাবার পূর্বসূরী হিসেবে ফাঁনোর অবস্থানটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন ফাঁনো তাঁর 'Black Skin, White Masks' (2008) এর একাংশে খুব স্পষ্টভাবেই বলেন যে, যদিও তিনি তাঁর বিশ্লেষণে হাতিয়ার হিসেবে

মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন তবুও তিনি জানেন যে, মনোবিকারের কারণগুলি প্রোথিত রয়েছে উপনিবেশবাদের বিশিষ্ট সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে। তাই মনোবিশ্লেষণ-কেও ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে পরিমার্জিত বা সংশোধিত হতে হবে। যেমন ফাঁনো দেখান যে পশ্চিমী পরিবার ব্যবস্থায় শিশুপুত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও যৌন চেতনার বিকাশকে ফ্রয়েড যে 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' দিয়ে ব্যাখ্যা করেন তাকে উপনিবেশিত নিগ্রো-শিশু ও পরবর্তী পর্যায়ে নিগ্রো-বিষয়ীর মনস্তাত্ত্বিক ও যৌন চেতনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। কারণ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে পরিবার প্রধান নিগ্রো পিতার তুলনায় অনেক বেশি কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে আত্মসাৎ করে তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুটি, তাই নিগ্রো শিশুপুত্রের সুপ্ত কামনা তার মাতার প্রতি নয় বরং সেটি প্রসারিত হয় শ্বেতাঙ্গ রমনীর প্রতি। ফাঁনোর কাছে তাই প্রাথমিকতা পায়, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট মাত্রাগুলি (যেমন স্থানিক/কালিক/সাংস্কৃতিক) এবং তিনি দেখান যে এই মাত্রাগুলির অস্বীকৃতি বিকৃত উপস্থাপনার সম্ভাবনাকে বয়ে আনে। অথচ আশ্চর্য লাগে এই দেখে যে ভাবা তার পূর্বসূরী উত্তর-উপনিবেশবাদী এই মনো-বিশ্লেষকের মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির র‍্যাডিকাল মাত্রাটিকে দেখতে পেলেন না বরং মন্তব্য করলেন, 'It is one of the original and disturbing quality of 'Black Skin, White Masks' that it rarely historicizes the colonial experience.'(Bhabha, p.xxvi)। অন্যদিকে ভাবা-র সমসাময়িক অপর একজন উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর রচনাগুলিতে বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু যুক্তি উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। স্পিভাক কিন্তু বরাবরই পশ্চিমী মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষত তার উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চায় নির্বিচার প্রয়োগযোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও ফ্রয়েড এবং ফাঁনোর মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির অবদানকে স্পিভাক স্বীকার করেছেন অনেকক্ষেত্রেই, কিন্তু মোটের উপর স্পিভাক বরাবরই ধ্রুপদী মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির জনজাতিগত সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সচেতন থেকেছেন এবং বারবারই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যেসব পূর্বতঃসিদ্ধের উপর দাঁড়িয়ে আছে মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি, স্বভাবতই সেগুলি বিশ্বজনীন নয় বরং পশ্চিমের 'আঞ্চলিক অনুশীলন' বা 'Regional practice' (Spivak, 2006, p.143) সঞ্জাত। একথা হয়তো সাধারণ পাঠক মাত্র-ও অস্বীকার করবেন না যে, ফ্রয়েডের 'On Sexuality'-র উপর খুব দ্রুত দৃকপাত করলেও বোঝা যাবে যে, সমকালীন বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানব্যবস্থার নীতিমানগুলি থেকে তিনি মোটে-ও বিযুক্ত ছিলেন না।

এমনকি ফ্রয়েড যখন তাঁর 'Three Essays on Sexuality'-তে নিউরোসিসকে ব্যাখ্যা করছেন তখন তারও মধ্যে গাঢ় হয়ে উঠেছে বর্ণবাদী চেতনা।

এক্ষেত্রে বিশ্লেষকদের একাংশ সরাসরিভাবেই বলেন যে, ফ্রয়েড যে সব নীতিমানবাচক (normative) ধারণা ও ব্যতিচারগুলি নিয়ে কথা বলেন, সেগুলি সবই প্রায় পশ্চিম ও অ-পশ্চিমের দ্ব্যণুক বিভাজনের অনুষঙ্গে গড়ে উঠেছে। যেমন ইউরোপীয় সমাজের নিউরোসিসকে প্রায়শই অ-ইউরোপীয় সমাজের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের সাথে তুলনীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা আবার প্রামাণ্য হয়ে গিয়েছে অ-ইউরোপীয় জনসমাজকে বিবর্তনের

রণনীতিগুলির মধ্যে। এক্ষেত্রে 'প্রতিরোধে'-র যে সব বিশিষ্ট ধারাকে তাঁর পূর্বসূরী ফ্রানজ ফাঁনো বা এডোয়ার্ড সাইদ তুলেছিলেন, তা থেকে একটি ভিন্নমুখী পথ অনুসরণ করেন ভাবা। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, প্রতিরোধের কারক (agent), ক্রিয়ামাধ্যম (agency) এবং বিষয়টির আঙ্গিক সম্পর্কিত ভাবা-র অবস্থান একদিকে যেমন জটিল তেমনই দ্ব্যর্থবোধকতায় পূর্ণ। এই বিষয়গুলিকে ভাবা-র অবস্থান থেকে বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যা হল—ভাবা এক্ষেত্রে একদিকে যেমন ধ্রুপদী উত্তর-উপনিবেশবাদী প্রতিরোধের রণনীতি থেকে সবিচারলব্ধ দূরত্বে নিজের আবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তেমনই তাঁর (ভাবা-র) প্রতিরোধ সংক্রান্ত ভাষ্য চিরাচরিত উদারবাদী এমনকি মার্ক্সবাদী ভাষ্যগুলি থেকেও সরে এসেছে। সম্ভবত সে কারণেই তাঁর প্রতিরোধের অন্যতর ভাষাকে বুঝতে এক ধরনের মানসিক অনুশীলনজাত প্রস্তুতির প্রয়োজন থেকেই যায়। প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় বলে রাখা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় এবং সেটি হল উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিত প্রতিরোধ এবং প্রতিস্পর্ধার চিরন্তন পরিসর হিসেবে যে 'গণ পরিসর' (public sphere)-এর বিশেষ মহিমান্বিত অবস্থান, ভাবা তাকে বিকেন্দ্রিত এবং প্রতিস্থাপিত করতে চান তাঁর বিশিষ্ট 'প্রতিরোধে'-র তত্ত্বটিকে তুলে ধরার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে প্রতিরোধ-সংশ্লিষ্ট সক্রিয়তার যে প্রেক্ষিতকে ভাবা নির্বাচন করেন তা সদা-নির্ণীয়মান, বহু ক্ষেত্রেই সক্রিয় চেতনার অনুধাবনযোগ্য জগতের বাইরে থাকা অন্তর্বর্তী পরিসর। এ যেন বিবিধ সংস্কৃতিগুলির মধ্যে চলতে থাকা অনির্ধারিত (এবং কিছুটা ভারসাম্যহীন প্রবণতা বিশিষ্ট) চলনপথের দরকষাকষি এবং উপরিপতনের ফলশ্রুতি। সবচেয়ে বড় কথা হল ভাবা-র প্রতিরোধ সংক্রান্ত তত্ত্ব কিন্তু চিরাচরিত 'সম্মুখ সমর'-কেন্দ্রিক নয়।

ভাবা কিন্তু সংস্কৃতিগুলির (উপনিবেশিত এবং উপনিবেশকারী) 'স্বাতন্ত্র্য' এবং পৃথকত্ব-কে অস্বীকার করেন না, যদিও একই সাথে তিনি একথাও দাবি করেন যে, সেগুলি পারস্পরিক বৈপরীত্যকেন্দ্রিক যুযুধান সম্পর্কে স্থিত, এমনটিও নয়। বরং এদের মধ্যে পৃথাকত্বের সীমারেখাকে চিহ্নিত করে রাখে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) যা বিভাজনশীল এবং কখনও কখনও প্রতিসরণশীল। আর এমন একটি অবস্থান থেকেই ভাবা বলেন যে, সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সেই কারণেই এমন এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দ্ব্যর্থবোধকতার জন্ম দেয়, যা উপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত উভয়পক্ষের কাছেই বিচিত্র সব সাম্পর্কিক সম্ভাবনা নিয়ে আসে। যা এমনকি ঔপনিবেশিক ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে গ্রথিত থাকা অবস্থাতেই উপনিবেশিত নেটিভের তরফ থেকে মনস্তাত্ত্বিক এক গেরিলা যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয় না। ম্যুর-গিলবার্ট বলছেন, Bhabha concludes, nonetheless, that psychic ambivalence on the part of both 'partners' in the colonial relationship opens up unexpected and hitherto unrecognized ways in which the operations of colonial power can be cicumvented by the native subject, through a process which might be described as psychological guerrilla warfare (Moore-Gilbert, 1997, p. 129)। তবে এক্ষেত্রে পাঠকমাত্রকেই সচেতন থাকতে হয় এই বিষয়টি সম্পর্কে যে, প্রান্তিক, শোষিত ও উপনিবেশিত মানুষের

'সক্রিয়তা'-র যে ধারণা এডোয়ার্ড সাইদ-এর তাত্ত্বিক জীবনের প্রথম দিকে বা ফ্রানজ ফাঁনোর জীবনের অন্তিমলগ্নে পরিবেশিত হয়েছিল তার কোনওটিকেই গ্রহণ করেননি ভাবা। যেমন সাইদ তাঁর Orientalism-এ উপনিবেশিত নেটিভের প্রতিরোধের যে চিত্র উপস্থাপন করেছিলেন সেটি শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকারী সন্দর্ভেরই ফলশ্রুতি (effect of dominant discourse)—এই বিরোধিতার ভাষ্য কোনো স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে নেই। অন্যদিকে ফাঁনো যখন তাঁর The Wretched of the Earth-এ এক ব্যাপক সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছেন তখনও গভীরতর বিশ্লেষণে একথা প্রমাণ করতে বেগ পেতে হবে না যে—এ' জাতীয় বিষয়ী-কেন্দ্রিক সক্রিয়তা আসলে নির্ভর করে আছে সেই পশ্চিমী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর—যাকে আমদানি করেছিল পশ্চিমী ঔপনিবেশিক প্রভু শক্তি-ই।

প্রতিরোধ সংক্রান্ত মূলস্রোতের তত্ত্বচিন্তায় প্রাধান্যকারী এই ধারাগুলির বিপরীতে ভাবা তাঁর প্রথম দিকের বিশ্লেষণগুলিতে কিছু বিশেষ ধরনের প্রতিরোধের ধারণা তুলে ধরে—এক কথায় যেগুলির চরিত্র কিছুটা 'অকর্মক' বা 'intransitive'। এক্ষেত্রে 'সক্রিয় সম্মুখ-সমর' অথবা 'নিষ্ক্রিয় সান্দর্ভিকভাবে গঠিত হয়ে চলার ভবিতব্য'-র বাইরে গিয়ে ভাবা দেখাতে চেষ্টা করেন যে কীভাবে ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তি অনিবার্যভাবেই ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে থাকে। এই ভারসাম্যহীনতার কারণ অবশ্য বাহ্যিক পরিবেশগত উপাদানগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকে না বরং এগুলি থাকে প্রভুশক্তির অন্তর্জাত স্ববিরোধিতার মধ্যে। এক্ষেত্রে তিনি ফুকোর The History of Sexuality (1976)-র মূল সুরটিকে অনুসরণ করেই দেখান যে, ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তি তার অজ্ঞাতসারেই এমন কিছু স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়তে থাকে যা বিষয়টিকে বিচ্যুত করে আত্ম-অভিসন্ধি থেকে। আর এভাবেই যাবতীয় নজরদারি-র উদ্যোগের মধ্যে থাকলেও পশ্চিমী আগ্রাসী ঔপনিবেশিক সন্দর্ভগুলি ক্রমশ অবৈধ ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাগুলি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারে না। অন্যদিকে ফুকোর 'repeatability' এবং দেরিদার 'iterability' ও 'differance' বিষয়ক ধারণার সংশ্লেষ ঘটিয়ে ভাবা একটি বিশেষ বৌদ্ধিক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং দেখান যে, পুনরাবৃত্তি ও অনুবাদ প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতায় যে নবতর পাঠ উপনিবেশে উদ্ভূত হয় তা ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির উদ্দিষ্ট অভিসন্ধি অনুসারী নয়। ফলত ঔপনিবেশিক সন্দর্ভটি তার অভীষ্ট প্রশ্নাতীত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় না তা আগেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় লাঁকা-র Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis (1973)-কে অনুসরণ করে ভাবা দেখাতে চেষ্টা করলেন যে, প্রাধান্যকারী উপনিবেশবাদী সন্দর্ভগুলি যেভাবে প্রভুত্বকারীর মহিমান্বিত 'ভাবমূর্তি' গঠন করতে চেয়েছিল সেগুলি বহু ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল ছিল উপনিবেশিত বিষয়ী-র সম্মতির উপর। অথচ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রেক্ষিতে বৈধতা অর্জনের এই প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়েছিল—সেটি বলাই বাহুল্য।

তবে 'সকর্মক প্রতিরোধ' বা 'transitive resistance'-এর কথা ভাবা যে একেবারেই বলেননি এমনটিও হয়তো নয়। যদিও ভাবা-র তাত্ত্বিক অবস্থানকে অনুসরণ করে একথা বলাও হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, অনেক ক্ষেত্রে 'অকর্মক প্রতিরোধ' 'সকর্মক প্রতিরোধের'

(Bhabha, 2012, p.190)—তখন বিষয়টিকে নিয়ে সমস্যা বোধ করলেন অনেকেই। ক্রমশই সমালোচকদের এই অংশটি এই ধারণায় বদ্ধমূল হতে থাকেন যে, ভাবা রাজনীতিকে প্রায় সামগ্রিকভাবেই সান্দর্ভিক স্তরে বেঁধে ফেলতে চান। যেমন 'Remembering Fanon'-এ ভাবা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ফাঁনোর Black Skin White Masks-কে, যেখানে ফাঁনো অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাটিকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন। কিন্তু ভাবা-র কাছে ফাঁনোর লেখা সবচেয়ে বৈপ্লবিক রণনীতিতে বিশ্বাসী গ্রন্থ The Wretched of the Earth ঠিক ততখানি আবেদনময় হয়ে ওঠে না। কারণ এই গ্রন্থে পথে নেমে এসে যে প্রত্যক্ষ হিংসাশ্রয়ী উপনিবেশবাদবিরোধী প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন ফাঁনো—তা ভাবাকে সেভাবে আকর্ষণ করেনি। এই বিশেষ মনোভাবকে লক্ষ করে Moore-Gilbert বলেন, 'Indeed in reading the mentor's development as a thinker backwards, and so persistently ignoring his later work, Bhabha might even be accused not so much of 'Remembering' as 'disremembering' Fanon'. (Moore-Gilbert, p. 137).

ভাবা-র বিরুদ্ধে ওঠা সবচেয়ে গুরুতর সমালোচনাগুলি এসেছে সম্ভবত সেই শিবির থেকে যারা মনে করেন যে, খুব সূক্ষ্ম বা প্রায় অ-অনুধাবনযোগ্য প্রতিরোধের প্রেক্ষিতগুলিকে মাত্রাতিরিক্তভাবে স্ফীত করায়, ভাবা-র বিশ্লেষণে চাপা পড়ে গেছে সেইসব অত্যন্ত সুস্পষ্ট সশস্ত্র প্রতিরোধগুলি যা পরিচালিত হয়েছিল চিরাচরিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। এই প্রতিরোধগুলি নিঃসন্দেহেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতি স্পষ্ট প্রতিরোধে গর্জে উঠেছিল। সমালোচকদের মধ্যে এক্ষেত্রে বেনিতা পেরি বা আইজাজ আহমেদ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। যদিও রবার্ট ইয়ং-এর মতো ব্যক্তিত্বরাও মনে করেন যে, ভাবা এক্ষেত্রে অনেক সময়ই কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির মাশুল দেন। যেমন ভাবা যখন তাঁর তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে উপনিবেশবাদী বা নয়া উপনিবেশবাদী সান্দর্ভিক জগতের ক্ষমতা-সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে চান তখন কিন্তু তিনি প্রতিরোধের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক মাত্রাগুলিকে প্রতিস্থাপনের কোনও চেষ্টাই করেন না। আসলে ভাবা-র প্রকল্পটির র‍্যাডিকাল মাত্রাটি হল এই যে সেটি তথাকথিত রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং সান্দর্ভিক রণনীতির মধ্যে তৈরি হওয়া চিরাচরিত উর্দ্ধাধঃ সম্পর্ককে প্রশ্ন করেন। যে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ভাবাকে হয়তো ফুকো জুগিয়ে দেন সেই নৈতিক সমর্থন যা দেখায় যে বিবিধ সন্দর্ভগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ পক্ষগুলির সম্পর্কের মতো। আর ভাবাদর্শগত এই রণশৈলীকে যদি ব্রাত্য করে রাখা হয় রাজনীতির তথাকথিত 'মুখর' ক্ষেত্র থেকে তবে মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যক্তিস্বরীয় বহু প্রশ্নই বাদ পড়ে যাবে মূলস্রোতের রাজনীতির চর্চা থেকে। আর রাজনীতি সম্পর্কিত এমত আলোচনা সম্ভবত খুব অভিপ্রেত-ও নয়। কারণ এ'জাতীয় আলোচনাকে প্রশ্রয় দিলে একই সাথে চলে আসবে গণপরিসর / গৃহপরিসর-এর সাথে প্রাতিষঙ্গিকভাবে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক / ব্যক্তিগত-র মত দ্ব্যণুক বিভাজনভিত্তিক সংকীর্ণ ভাবনা চিন্তা।

আসলে এই সব সমালোচনার প্রেক্ষিতেই ভাবাকে দেখতে হয় একটি তৃতীয় অবস্থান থেকে। তাই সঙ্গতভাবেই ১৯৯০-এর দশকে ভাবা প্রকল্পিত 'The Third Space'-এর আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রবন্ধটিকে শেষ করতে চাইবো। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে ভাবা সরাসরিভাবেই চিরাচরিত প্রতিরোধ বলতে 'প্রতিক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্ততা' বা 'reactionary reflex' বলতে যা বোঝায় তা থেকে সরে আসেন।

এক্ষেত্রে ভাবা-র স্বাতন্ত্র্য সেখানেই যেখানে তিনি সম্মুখ-সমরের ছেদের তুলনায় ধারাবাহিকতাকেই বেশি প্রাধান্য দেন, কারণ তাঁর কাছে রাজনৈতিক অবস্থানের প্রকৃত সূচক হয়ে ওঠে সেই চিরচলিষ্ণু প্রবাহ যা প্রাধান্যকারী প্রতীকধারার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে এবং কিছুটা হলেও সেই ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ প্রভুত্ব প্রকরণের এক ধরনের চ্যুতি বা ভারসাম্যহীনতার সূত্রপাত ঘটায়। এখানেই চিরন্তন প্রতিরোধের মধ্যে প্রাধান্যকারী ব্যবস্থাকে পরিহার বা উল্টিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা তা থেকে এক ধরনের সবিচারলব্ধ দূরত্ব বজায় রাখেন ভাবা। নব্বই-এর দশকে ভাবার The commitment to Theory-তে প্রথম তাঁর 'Third Space'-এর ধারণাটি প্রকাশিত হলেও, এটি তাঁর একক অবদান এমন হয়তো বলা সঙ্গত হবে না। ক্যারিবিয়ান সমালোচক Kamau Brathwaite-এর অবদানও এক্ষেত্রে স্বীকার্য, যিনি একটি নব সৃজিত শব্দ হিসেবে 'the in between' অর্থাৎ একটি 'অন্তর্বর্তী-পরিসর'-এর কথা বলেন। অনেকটা তার সাথেই সাযুজ্যপূর্ণ ভাবা-র 'Third Space' বা তৃতীয় পরিসরের ধারণা যা দাঁড়িয়ে থাকে পারস্পরিকভাবে স্থিত বিবিধ সংস্কৃতিগুলির মাঝে, মূলত একটি অনির্ধারিত পরিসর হিসেবে। মনে রাখতে হবে এই পরিসরটি মূলত মনস্তাত্ত্বিক এবং প্রতীকী—কোনও বাস্তবিক দৃষ্ট-শ্রাব্য সীমারেখার মধ্যে যা বাঁধা নয়। আসলে, সংস্কৃতিগুলির মধ্যে বিরাজিত অনতিক্রম্য 'void' বা 'শূন্যতা' অথবা শূন্য পরিসর-ই এই তৃতীয় পরিসরের জন্মস্থল। এই পরিসরটি কিন্তু ভারসাম্যমুখী নয় কারণ এক্ষেত্রে বিবিধ ক্ষমতাসম্পর্কে সজ্জিত সংস্কৃতিগুলির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে স্থিত। সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক দর কষাকষির সীমায়নকে ছাড়িয়ে এটি শেষ পর্যন্ত একটি সম্ভাবনাময় অনির্ধারিত পরিসর। ম্যুর-গিলবার্ট এক্ষেত্রে এই র‍্যাডিকাল ভাবনাশ্রয়ী তৃতীয় পরিসর সম্পর্কে অত্যন্ত যথার্থভাবেই বলেন—'As the Radical Imagination puts it, the genuinely cross-cultural imagination does not erase difference between cultures; rather it is a question of endorsing differences yet creatively undermining biases' (Moore- Gilbert, 1997, p. 183)।

সহায়ক গ্রন্থ

- Bhabha, Homi K. 'Difference, Discrimination and the Discourse of Colonialism'. University of Essex, Colchester, 1983.
- Bhabha Homi K. "Articulating the Archaic". Location of Culture. Routledge, First Indian Reprint, 2012.

- Bhabha Homi K. "Signs taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under Tree outside Delhi". Location of Culture. Routledge, First Indian Reprint, 2012.
- Bhabha Homi K. "Sly Civility" Location of Culture. Routledge, First Indian Reprint, 2012.
- Bhabha Homi K. "The Other Question: Stereotype, discrimination and the discourse of Colonialism"Location of Culture. Routledge, First Indian Reprint, 2012.
- Bhabha Homi K. "The Other Question: Stereotype, discrimination and the discourse of Colonialism"Location of Culture. Routledge, First Indian Reprint, 2012.
- Fanon, Frantz. 'Black Skin White Masks'. Pluto Press, 2008, Introduction.
- Fanon, Frantz. "Remembering Fanon". (Forward to 1986 edition by Homi K. Bhabha). Black Skin White Masks. Pluto Press, 1986.
- Freud, Sigmund. "The Taboo of Virginity". Contribution to the Psychology of Love. 1918.
- McClintock, Anne. "The Return of Female Fetishism". Journal New Formations, Issue 19, Spring, 1993.
- Moore-Gilbert, Bart. "The Babelion Performance". Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics; 1997.
- Spivak, Gayatri. "French Feminism". In Other Worlds. Routledge, 2006, p.143